ঘোষণামূলক মামলা
Declaratory Suits

রুলিংসমূহ ইংরেজি থেকে বাংলায়

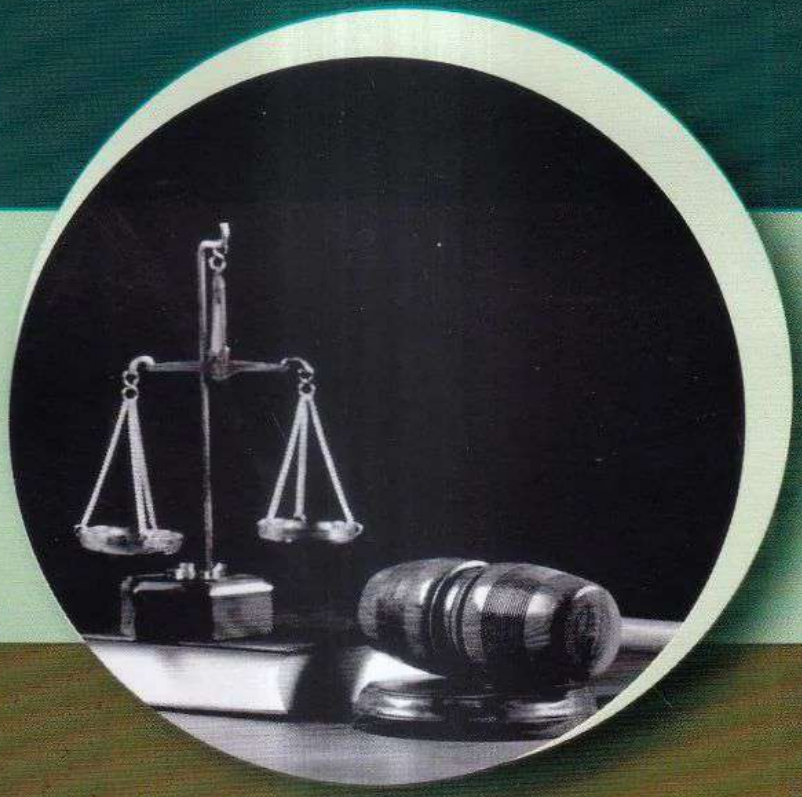

মোঃ মোবারক হোসেন ভূঁইয়া
অ্যাডভোকেট

রহিম ল' বুক হাউজ

সূচিপত্র

ক্র.	বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রথম অধ্যায় **ভূমিকা**	
১	ঘোষণামূলক মোকদ্দমা কি?	১১
২	কেন ঘোষণামূলক মামলা করবেন	১১
৩	ঘোষণামূলক মামলা সিদ্ধান্ত আদালতের বিবেচনামূলক ক্ষমতা	১২
৪	ঘোষণামূলক মামলায় আনুষঙ্গিক প্রতিকার চাওয়া	১৩
	দ্বিতীয় অধ্যায় **ঘোষণামূলক মামলা নিয়ে সহজ আলোচনা**	
১	ঘোষণামূলক মামলা কি (What is suit for Declaration)?:	১৬
২	কেন ঘোষণামূলক মামলা করবেন (Why suit for Declaration is necessary)?	১৭
৩	ঘোষণামুলক ডিক্রী পাওয়ার শর্তাবলী:	১৭
৪	আদালতের বিবেচনামূলক ক্ষমতা (What is inherent & discretionary power):	১৮
৫	আনুষঙ্গিক প্রতিকার (Consequential Relief)	১৮
৬	অর্থ বিষয়ে ঘোষণামূলক মামলা: (Money Suit in Declaratory form):	১৯
৭	বিবাহ বিষয়ে ঘোষণামূলক মামলা: (Marriage matter in declaratory form):	১৯
৮	বেনামী কারবার নিয়ে ঘোষণামূলক মামলা: (Benami Transaction suit in Declaratory form)	১৯
৯	ট্রেডমার্ক সম্পর্কে ঘোষণামূলক মামলা:	২১

ক্র.	বিষয়	পৃষ্ঠা
১০	কোম্পানি সংক্রান্ত বিষয়ে ঘোষণামূলক মামলাঃ	২১
১১	চাকুরী সংক্রান্ত ঘোষণামূলক মামলা:	২২
১২	ধর্মীয় অধিকার (Religious Rights in Declaratory form):	২৩
১৩	ঘোষণামূলক মামলার তামাদির মেয়াদ:	২৩
১৪	ঘোষণামূলক মামলার কোর্ট ফি:	২৪
১৫	ঘোষণামূলক মোকদ্দমায় কি ডিক্রি জারির মামলা করতে হবে?	২৪
১৬	ঘোষণামূলক ডিক্রী এবং জারী মামলা:	২৪
১৭	বিরুদ্ধ দখল জনিত মামলাঃ	২৫
১৮	দলিল বাতিল চেয়ে ঘোষণামূলক মামলাঃ	২৫
১৯	আনুষঙ্গিক প্রতিকার (Consequential Relief):	২৫
২০	অন্যান্য ঘোষনামূলক মামলা	২৬
২১	ঘোষণামূলক মামলা	২৭
২২	**Specific Relief Act, 1877 Section 42**	২৯
	PART I **OF SPECIFIC RELIEF** **CHAPTER VI** **OF DECLARATORY DECREES**	
	42. Discretion of Court as to declaration of status or right. Bar to such declaration:	২৯
	Explanation-	২৯
	ধারা-৪২। মর্যাদা বা অধিকার ঘোষণা সম্পর্কে আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা।	৩১
	তেমন ঘোষণার সাথে প্রতিবন্ধকতা-	৩২

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	তৃতীয় অধ্যায় ঘোষণামূলক মামলা কি?	
১	কেন করবেন এবং কোন কোন বিষয়ে করবেন?	৩৪
২	ঘোষণামূলক মামলা কি? কেন করবেন এবং কোন কোন বিষয়ে করবেন?	৩৪
৩	ঘোষণামূলক মামলাঃ	৩৪
৪	৪২ ধারায় মামলা করতে হলে যেসব উপাদানসমূহ থাকতে হবেঃ	৩৫
৫	আনুষঙ্গিক প্রতিকার (Consequential Relief)	৩৫
৬	ঘোষণামূলক মামলা দায়েরের তামাদিঃ	৩৬
৭	ঘোষণামূল মামলার কোর্ট ফিঃ	৩৬
৮	ঘোষণামূলক মোকদ্দমায় কি ডিক্রি জারির মামলা করতে হবে?	৩৬
৯	কোন কোন বিষয়ে ঘোষণামূলক মামলা করতে হবে?	৩৭
১০	ক) বিবাহ বিষয়ে ঘোষনামূলক মামলাঃ	৩৭
১১	খ) ট্রেডমার্ক সম্পর্কে ঘোষণামূলক মামলাঃ	৩৭
	গ) কোম্পানি সংক্রান্ত বিষয়ে ঘোষণামূলক মামলাঃ	৩৭
	ঘ) প্রাইভেট বা আধা-সরকারী চাকুরী সংক্রান্ত ঘোষণামূলক মামলাঃ	৩৮
	ঙ) সরকারী চাকুরী সংক্রান্ত ঘোষণামূলক মামলাঃ	৩৮
	চ) বিরুদ্ধ দখল জনিত মামলাঃ	৩৮
	ছ) দলিল বাতিল চেয়ে ঘোষণামূলক মামলাঃ	৩৮
	জ) অন্যান্য ঘোষণামূলক মামলাঃ	৩৯

ক্র.	বিষয়	পৃষ্ঠা
১২	ঘোষণামূলক ডিক্রী :	৩৯
১৩	ঘোষণামুলক ডিক্রীর শর্তাবলী :	৩৯
১৪	দখল পুনরুদ্ধার: স্বত্ব ও ঘোষণার মামলা	৪০
১৫	কত দিনের মধ্যে মামলা করতে হবে?	৪১
১৬	সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৯ ধারায় মামলা করতে না পারলে আমাদের করণীয় কি?	৪১
১৭	কখন আপনি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৮ এবং ৪২ ধারায় মামলা করবেন?	৪২
১৮	কতদিনের মধ্যে মামলা করবেন।	৪৩
১৯	নজীর কাকে বলে ? (What is Precedent) ?	৪৩
	চতুর্থ অধ্যায় **সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭ এর ধারা ৪২ এবং উক্ত ধারা অনুসারে ঘোষণামূলক মামলা সংক্রান্ত মহামান্য উচ্চ আদালতের নজিরসমূহ**	৪৫-১৫৭
১	Specific Relief Act, 1877 Section 42	১৫৮
২	স্বত্ব ঘোষণামূলক মোকদ্দমার (দলিল জাল) আর্জি।	১৫৯
৩	স্বত্ব প্রচার বা ঘোষণার মোকদ্দমা সম্পর্কিত	১৫৯
৪	যে মামলা করে আপনি নিজের বা সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।	১৫৯
৫	ঘোষণামূলক মামলায় বাদী পক্ষের অনুকূলে উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ	১৬১
৬	কখন আনুষঙ্গিক প্রতিকার ছাড়া মামলা অচল :	১৬২

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৭	প্রোভাইসার প্রতিবন্ধকতার আবেদন :	১৬৩
৮	কখন আনুষঙ্গিক প্রতিকার প্রয়োজন ঃ	১৬৪
৯	স্বত্ব ঘোষণা মোকদ্দমার আরজি মুসাবিদা	১৭২
১০	প্রশ্ন ও উত্তর	১৮২
১১	ওয়ারিশ সনদ কি?	১৮৭
১২	কিভাবে পাবেন ও কোথায় ব্যবহার করবেন	১৮৭
১৩	ওয়ারিশ সনদ কি?	১৮৭
১৪	কোথায় দরকার হয়?	১৮৮
১৫	কিভাবে পাবেন?	১৮৮
১৬	এ সনদের জন্য কি কি লাগবে?	১৮৮
১৭	ওয়ারিশ সনদ কেন দরকার?	১৮৯
১৮	ওয়ারিশান সনদ পাওয়ার আবেদন পত্র	১৯০
১৯	কখন আদালতের মাধ্যমে ওয়ারিশ সনদ নিতে হয়	১৯১

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

দেওয়ানী আদালতে যে সকল মামলা দায়ের করা হয় তার অধিকাংশ মামলা হলো ঘোষণামূলক মামলা। অনেক ক্ষেত্রে এই মামলা ত্রুটিপূর্ণ হয়ার কারণে কাঙ্খিত প্রতিকার পাওয়া সম্ভব হয় না। যার কারণে সময়, অর্থ ও হয়রানি বাড়ে। তাই ঘোষনামূলক মামলার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা থাকা প্রয়োজন তাহলে এক দিকে যেমন কাঙ্খিত প্রতিকার পাওয়া সম্ভব হবে অন্য দিকে সময় ও অর্থ সাশ্রয় করা সম্ভব হবে। তাই আসুন জেনে নেই ঘোষণামূলক মামলার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ঘোষণামূলক মোকদ্দমা কি?

সহজ ভাষায়, কোন একটি বিষয়ে যেখানে কোন সমস্যা বা বিরোধ দেখা দিয়েছে বা কোন সমস্যা বা বিরোধ দেখা দেয়ার মত অবস্থা হয়েছে সেখানে সমস্যা বা বিরোধটি আদালতের সামনে পেশ করে আদালতের বিবেচনায় কোনটি সঠিক তা আদালতের মাধ্যমে নির্ধারণ করে ঘোষণা নেওয়ার জন্য যে মোকদ্দমা করা হয় তাই ঘোষণামূলক মোকদ্দমা। এই ঘোষণার মাধ্যমে সমস্যা বা বিরোধের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ধারা ৪২এ ঘোষণামূলক মোকদ্দমার কথা বলা হয়েছে।

কেন ঘোষণামূলক মামলা করবেন

কোন ব্যক্তির আইনগত পরিচয় রক্ষা এবং পদের অধিকারের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৪২ ধারায় ঘোষণামূলক মামলা করতে পারেন। যেমন কোন ব্যক্তি কোন পদের অধিকারী। যদি অন্য কোন ব্যক্তি তাকে বেআইনীভাবে পদচ্যুত করে তাহলে পদচ্যুত ব্যক্তি ঘোষণামূলক মামলা দায়ের করে তার পদ ফিরে পেতে পারেন। তাছাড়াও কোন সম্পত্তিতে সম্পত্তির মালিকের অধিকার নিরবিচ্ছিন্ন এবং নির্বিঘ্ন করার জন্য ঘোষণামূলক মামলা করতে পারেন।

উদাহরণ-১ : আব্দুল্লাহ আইনত একটি নির্দিষ্ট জমির দখলে আছে। ইশতেয়াক সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাসিন্দারা সেই জমিতে যাতায়াতের অধিকার দাবি করেন। আব্দুল্লাহ একটি ঘোষণামূলক মামলা করে এটি দাবি করতে পারেন যে ইশতেয়াক সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাসিন্দারা সেই জমিতে যাতায়াতের অধিকারের অধিকারী নয়।

উদাহরণ-২: রহিম আইনত একটি পুকরের দখলে আছে। করিম অভিযোগ করে যে তিনি সেই পুকুরের মালিক এবং তার কাছে এই পুকরটির দখল হস্তান্তর করতে বলেন। রহিম একটি ঘোষণামূলক মামলা করে এই পুকরটির দখল ধরে রাখার অধিকারের ঘোষণা পেতে পারে।

উদাহরণ-৩: রফিক সাহেব কে বেআইনীভাবে তার চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। রফিক সাহেব বেআইনী বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে চাকুরীতে থাকার অধিকার জন্য ঘোষণামূলক মামলা করতে পারেন।

ঘোষণামূলক মামলা সিদ্ধান্ত আদালতের বিবেচনামূলক ক্ষমতা

ঘোষণামূলক মামলা সিদ্ধান্ত আদালতের বিবেচনামূলক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। আদালত তার সুবিবেচনামূলক ক্ষমতা ব্যবহার করে কোন বিষয় ঘোষণা প্রদান করতে পারেন আবার নাও করতে পারেন। অর্থাৎ ঘোষণামূলক প্রতিকার প্রদানে আদালতকে আইন দ্বারা বাধ্য করা যায়না। তবে আদালত এই ক্ষমতা তার নিজের খেয়াল খুশিমত প্রয়োগ করতে পারেন না। পরিস্থিতি বিবেচনায় আদালত ন্যায়সংগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে আদালতকে কিছু নীতি মেনে চলতে হয়। ঘোষণামূলক প্রতিকার আইনের ২২ ধারা অনুযায়ী আদালতের সুবিবেচনামূলক ক্ষমতা সুষম, যুক্তিযুক্ত এবং বিচারিক কার্যাবলীর মূলনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। তবে আদালতের এই ইচ্ছাধীন বা সুবিবেচনামূলক ক্ষমতা অবশ্যই স্বেচ্ছাচারীতামূলক হবে না বরং ন্যায় বিচার সহায়ক হবে।

ঘোষণামূলক মামলায় আনুষঙ্গিক প্রতিকার চাওয়া

এই আইনে আনুষঙ্গিক প্রতিকার (Consequential relief) চাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি কোন অধিকার ভোগ করতে অন্য কোন অধিকারও পাওয়ার প্রয়োজন হয় তবে সেটিও এই ঘোষণামূলক মামলার সাথে উল্লেখ করে দিতে হবে।

যেমন ধরুন: কেউ জমির মালিকানা ঘোষণা চাইল কিন্তু আদালত শুধু ঘোষণা দিলে তো কোন লাভ নেই - যদিনা সে সেটি ভোগদখল করতে পারে তাই দখলও ফেরত চাইতে হবে। এখানে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৪২ ধারার সাথে একই আইনের ৮ ধারাতে ও প্রতিকার চাইতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঘোষণামূলক মামলা নিয়ে সহজ আলোচনা

দেওয়ানি আদালতে ঘোষণামূলক মামলা কখন, কিভাবে দায়ের করতে হয়।

দেওয়ানি আদালতে ঘোষণামূলক মামলা দায়ের করা হয় এই কারণে যে, ক্রয়কৃত জমিতে কেউ যেন অংশ দাবি করতে না পারে।

মনে করুন, আপনার ভোগদখলকৃত জমিতে হঠাৎ করে আপনার এক প্রতিবেশি অংশ দাবি করছে। জোর করে জমিতে দখল নিয়েছে কিংবা দখল নেওয়ার চেষ্ঠা করছে।

এমন অবস্থায় আপনি ৪২ ধারায় আদালতের কাছে এই মর্মে ঘোষণা নিতে পারেন যে, আপনার ক্রয়কৃত দলিলে বর্ণিত জমির মধ্যে অন্য কারো অধিকার নেই, কাজেই দখলের চেষ্টাও অবৈধ।

বাংলাদেশে যত প্রকার মামলা দেওয়ানি আদালতে বিচারে যায় তার মধ্যে অধিকাংশ ঘোষণামূলক মামলা (Declaratory Suit) আকারে দায়ের হয়। কে কখন, কিভাবে ঘোষণার প্রার্থনায় দেওয়ানি মামলা (Civil Suit) দায়ের করতে পারে সংশ্লিষ্ট দেওয়ানি আদালতে তা অনেক বিজ্ঞ আইনজীবীর নিকটে সুস্পষ্ট নয়। অনেক ক্ষেত্রে মামলা দায়েরে আইনগত ত্রুটি থাকায় ভিকটিম বা ভুক্তভোগী কাঙ্খিত প্রতিকার পায় না। এতে করে বিচার প্রার্থীদের সময়, অর্থ, আদালতের কর্মঘন্টা এবং হয়রানি বাড়ে বহগুণে। সেকারণে সংক্ষিপ্ত ভাবে ঘোষণামূলক মামলার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আইন সংশ্লিষ্ট পাঠকদের সামনে তুলে ধরবো। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের অধিনে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার দুই ধরনের হয়। যেমন (ক) প্রতিকামুলক এবং (খ) রক্ষামুলক। এবং প্রতিকার সম্পর্কীয় অধিকার সমুহের মধ্যে অত্যান্ত

গুরুত্বপূর্ণ একটি অধিকার হল বেদখল হওয়া স্থাবর সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধার (Recovery of Khas Possession) এর প্রতিকার।

দেওয়ানী আদালতে প্রচুর পরিমানে ঘোষণামূলক মামলা দায়ের করা হয়ে থাকে। এই ধরনের মামলা সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। আজকে ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে ছোট ছোট করে ঘোষণামূলক মামলার বিষয়গুলো পরিষ্কার করার চেষ্টা করব।

১. **ঘোষণামূলক মামলা কি (What is suit for Declaration)?:** সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৪২ ধারা সমুহে ঘোষণামূলক মামলার বিধান করা হয়েছে। ৪২ ধারায় দায়েরকৃত ঘোষণামূলক মামলায় যে ডিক্রী প্রদান করা হয় তাকে ঘোষণামূলক ডিক্রী বলে। উদাহরণঃ কোন ব্যক্তির আইনগত পরিচয় এবং সম্পত্তিতে স্বত্বের অধিকার যদি অন্য কেউ অস্বীকার করে তাহলে তার বিরুদ্ধে ঘোষণামূলক মামলা দায়ের করা যায়। তার মানে কোন ব্যক্তি ঘোষণামূলক মামলা দায়ের করে তার আইনগত পরিচয় বা চরিত্র অথবা সম্পত্তির স্বত্ব রক্ষা করতে পারে। আইনগত পরিচয় এবং আইনগত চরিত্র দুটি সমার্থক শব্দ। উদাহরণ-বেআইনী বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে চাকুরীতে থাকার অধিকার আইনগত পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত। আবার মনে করেন, আব্বাস উদ্দিনকে বি.এস.সি পরীক্ষার হল থেকে বেআইনী উপায়ে বহিষ্কার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আব্বাস উদ্দিনকে বি.এস.সি পাশ করেছে মর্মে ঘোষণা দেয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৪২ ধারা অনুসারে মামলা দায়ের করতে পারবে। এখানে তার আইনগত পরিচয়ের উপর আঘাত আনা হয়েছে। তাই সে ঘোষণামূলক মামলা দায়ের করতে পারবে। স্বত্ব (Title) কথাটির সহজ অর্থ হল কোন স্হাবর সম্পত্তির উপর কারো